২৬

১৩ MAY 1996

তারিখ ১৩ MAY 1996
পৃষ্ঠা ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক খোলা বাজারে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত

দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্যতার সমস্যা নিরসনকল্পে এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে সরকার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার কাজ খোলাবাজারে উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

উল্লেখ্য, প্রায় দেড় যুগ পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬ষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নতকরণের কাজ ১৯৯৪ সালে হাতে নেয়। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিকে গত বছরের নভেম্বর মাস হইতে চলতি সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রধান প্রধান বিষয়ের পুস্তক এবং মার্চ মাসে কয়েকটি পুস্তকের পজিটিভ সরবরাহ করা সত্ত্বেও সমিতি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি বাজারজাতকরণে ব্যর্থ হয়।

সমিতি প্রথমে এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এবং তার পরে একাদিক্রমে মার্চ মাসের শেষে, ৫ এপ্রিলের মধ্যে এবং পরিশেষে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তক ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করণের বার বার অঙ্গীকার করিয়াও সময়মত পুস্তক বাজারে সরবরাহ করে নাই। সমিতিকে যথাসময়ে মিল রেটে কাগজ সরবরাহ করা হইলেও সীমিত সংখ্যক প্রকাশক ও প্রিন্টার্স এর হাতে বই প্রকাশনার কাজ সীমিত রাখায় এ বছর দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও বাজারে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট বিরাজ করিতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ বেশী দামে বই ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃঃ পর)

এ অবস্থায় আশু সমাধানকল্পে সরকার ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুক্ত বাজারে ছাপানো ও প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এ পদক্ষেপের ফলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ক্ষেত্রে যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আশু সমাধান হইবে বলিয়া সরকার আশা করে। পুস্তক ছাপানো ও প্রকাশনার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর সাথে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।-তথ্য বিবরণী।